দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...13 JUL 1988...
পৃষ্ঠা ... ৬ ...

১৬

উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিপ্লোমা পর্যায়ের কৃষি শিক্ষা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এমনিভাবে ঐ ধরনের একটি সাধারণ মহাবিদ্যালয়ও তার স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি একটি ইউনিয়নের সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কাজ করতে পারে। এধরনের কার্যক্রম একটি সাধারণ মহাবিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রকেই আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করবে এবং এভাবে গ্রামীণ বাংলাদেশের উন্নয়নে বিজ্ঞান-সম্মত কৃষির প্রয়োজনীয় গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে।

কৃষি-ডিপ্লোমা পাঠ্যক্রমের প্রচলন ঃ
আমাদের দেশে কারিগরী শিক্ষা শব্দটি খুবই ভ্রান্তভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে। কারিগরি শিক্ষা বলতে অধুনা পর্যন্ত শুধুমাত্র বৃত্তিমূলক ও শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষা অর্থাৎ ডিপ্লোমা ও পেশাগত ডিপ্লোমা-পর্যায়ের প্রকৌশল শিক্ষা বোঝানো হয়ে থাকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কারিগরি শিক্ষা বিভাগ সম্পূর্ণভাবে ডিপ্লোমা পর্যায়ের কৃষি-কারিগরি শিক্ষাকে বর্জন করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কৃষি শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে অবহেলা করেছে এবং কোন একটি মূল সরকারী মহাবিদ্যালয়েও ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে কৃষি বিজ্ঞান চালু করা হয়নি। পক্ষান্তরে, জাতীয়করণের পর কোন কোন মহাবিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগকে অবলুপ্ত করা হয়েছে।

নিম্নতর পেশা-ভিত্তিক ও বৃত্তিমূলক প্রকৌশল শিক্ষাক্ষেত্রে ২২টি পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট, ৩৫টি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিউটিউট, ১টি কারিগরী শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ও ১টি বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এর ফলে উদ্বৃত্তসংখ্যক ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ও পেশাগত সার্টিফিকেটধারী তৈরী হয়েছে। অথচ দেশে কৃষি ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেটধারীদের নিদারুণ সংকট রয়েছে। ব্যাপক সংখ্যক মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের খাদ্য ও চিনি সংস্থা, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের পল্লী ঋণ শাখা, গ্রামীণ ব্যাংক, সমবায় ও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কৃষি শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে।

কৃষি বিভাগের অধীনে ১৪টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট রয়েছে। এগুলি মাধ্যমিক উত্তীর্ণদেরকে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদী চাকুরীকালীন কৃষি সার্টিফিকেট (কৃষি ডিপ্লোমা) প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত এই সার্টিফিকেট যদিও ২ বৎসর মেয়াদী কৃষি-ডিপ্লোমা হিসাবে দাবী করা হয়, তবুও এটা বেতন ও চাকুরী কমিশন বা অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত নয়, এ সকল কৃষি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সাথে অঙ্গাংগীভাবে জড়িত এবং একারণে এসব প্রতিষ্ঠানে পলিকেটনিক/বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের মত (কারিগরী শিক্ষা বিভাগের অধীনে) কোন স্বতন্ত্র শিক্ষক মণ্ডলী নাই। একারণে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের শিক্ষা মান সন্তোষজনক বলে গণ্য হতে পারে না। কৃষি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান শিক্ষাক্রম দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষকের মধ্যে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার ঘটানো বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষা দান করার মত যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত নিম্নতর পেশাগত কৃষি কারিগর তৈরীর চাহিদা পুরণ করতে পারে না।

কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রমের এই করুণ অবস্থাও ২ বৎসর মেয়াদী কৃষি-সার্টিফিকেট ও উচ্চ মাধ্যমিক (কৃষি) উত্তীর্ণদের সংখ্যা সংকটের ফলে প্রায় ১০,০০০ মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের সার্টিফিকেটধারীদেরকে বিভিন্ন কৃষি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কৃষি-ডিপ্লোমাধারীদের দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, যেসব প্রতিষ্ঠান এ ধরনের কৃষি কারিগর নিয়োগ করছে তাদের মধ্যে আছে— চিনি শিল্প সংস্থা-১,৫০০ কৃষি কারিগর, সাবেক পাট পরিদপ্তর-২,৫০০ সাবেক উদ্যান ও তামাক উন্নয়ন বোর্ড-৫০০, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-৩,০০০, কৃষি ব্যাংক-৩,০০০, সমবায় বিভাগ-৩,০০০, গ্রামীণ ব্যাংক কয়েক সহস্র, বাণিজ্যিক ব্যাংক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চা বোর্ড, চা বাগান প্রভৃতি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জাপান তার কৃষি-সমবায় সমিতিসমূহে প্রায় ৫০,০০০ কৃষি ডিপ্লোমাধারীকে নিয়োগ করেছে।

কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষি গবেষণা, ঋণ ব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বৃত্তিমূলক কৃষি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগের জন্য খুব শীঘ্রই প্রায় ৫০,০০০ কৃষি ডিপ্লোমাধারীদের প্রয়োজন হবে। কৃষি সেক্টরে প্রশিক্ষণবিহীন কৃষি কারিগর নিয়োগ করে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহার্য বীজ, সার, সেচ, কীটনাশক, উন্নতজাতের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, মাছের পোনা প্রভৃতি বাবদ বিনিয়োজিত অর্থের সমানুপাতিকভাবে উৎপাদন মাত্রার উন্নয়ন কখনই সম্ভব হবে না।

নিম্নপর্যায়ের পেশাগত কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষা (কৃষি, বন, মৎস্য, উদ্যান, পশুচিকিৎসা ও কৃষি প্রকৌশল) কার্যক্রমের মেয়াদ হওয়া উচিত। প্রস্তাবিত মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিন বছরের পরিবর্তে কৃষি বিজ্ঞানসহ উচ্চ মাধ্যমিক (কৃষি/বিজ্ঞান) উত্তীর্ণ হওয়ার পর ২ বছর।

এখানে উল্লেখ্য যে, মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের জন্য পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহে ৩ বছর মেয়াদী প্রকৌশল ডিপ্লোমা শিক্ষা কার্যক্রম পর্যাপ্ত মৌলিক বিজ্ঞান, যথা— পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও অংক কোর্স (প্রায় উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান কোর্সের সমানুপাতিক) অন্তর্ভুক্ত থাকে। যদি বিদ্যমান কৃষি সম্প্রসারণ ইনস্টিটিউটসমূহে অথবা নব-প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউটসমূহে ৩ বছর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তন করা হয়, তবে অবকাঠামো নির্মাণ ও মৌলিক বিজ্ঞানসমূহ যথা— পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, অংক জীববিদ্যা প্রভৃতিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে, কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান/কৃষিবিজ্ঞান) পরবর্তী প্রস্তাবিত ২ বছর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এমন বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী দেশে এখন কর্মহীন রয়েছে। উপরন্তু মৌলিক বিজ্ঞান শিক্ষাদান (যেমন, প্রকৌশল ডিপ্লোমা কোর্সে করা হয়ে থাকে) ব্যতীত ৩ বছর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তন করে কখনই উচ্চতর কৃষি শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করা সম্ভব নয়। দুই বছর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সের প্রস্তুতিমূলক কোর্স হিসাবে সাধারণ মহাবিদ্যালয়সমূহে উচ্চ মাধ্যমিক (কৃষি বিজ্ঞান) কোর্সের প্রবর্তন করা অনেক বেশী যুক্তিসংগত ও কম ব্যয়সাধ্য হবে।

মোঃ ইয়াছিন আলী

তাই কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তরের সহযোগিতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি কারিগরী শিক্ষা পরিদপ্তরের অধীনে সকল জেলায় ১টি করে মোট ৬৪টি নিম্ন কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

বিদ্যমান ১৪টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মধ্যে ৮টির মানোন্নয়ন করে জুনিয়র কৃষি মহাবিদ্যালয়, সিলেটের বন ইনস্টিটিউটকে জুনিয়র বনবিদ্যা মহাবিদ্যালয়, পশুপালন পরিদপ্তর সংশ্লিষ্ট পশু চিকিৎসা ইনস্টিটিউটসমূহকে মানোন্নয়ত করে জুনিয়র পশুচিকিৎসা প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয় এবং কতিপয় মৎস্য বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে মানোন্নত করে জুনিয়র মৎস্য বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় করা দরকার এবং এ সকল জুনিয়র মহাবিদ্যালয়সমূহকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রস্তাবিত কৃষি কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তরের অধীনে হস্তান্তর করা দরকার। অবশিষ্ট ৬টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং কয়েকটি পশুপালন ইনস্টিটিউট, মৎস্য বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে পেশাভিত্তিক চাকুরীকালীন/মানোন্নয়ন কোর্স পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থার অধীনে রাখা যেতে পারে।

এটা স্বীকৃত সত্য যে, আমাদের সমাজে কারিগরি শিক্ষার যে কোন শাখায় ডিপ্লোমাপ্রাপ্তদের সামাজিক মর্যাদা ও স্বীকৃতির অভাবের জন্য সাধারণতঃ পিতামাতা তাদের পুত্র/কন্যাদেরকে ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষার জন্য ভর্তি করাতে আগ্রহী বোধ করেন না। এই

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...13 JUL 1988...
পৃষ্ঠা ...

সমস্যার নিরসনের জন্য প্রস্তাব করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহ থেকে ডিপ্লোমা-সার্টিফিকেট-এর পরিবর্তে বি, টেক (প্রকৌশল), বি, টেক (কৃষি প্রযুক্তি), বি, টেক (বন প্রযুক্তি), বি, টেক (উদ্যান প্রযুক্তি), বি, টেক (বস্ত্র প্রযুক্তি); বি, টেক (পশু চিকিৎসা), বি, টেক (চিকিৎসা), বি, টেক (চর্ম প্রযুক্তি), বি, টেক (খাদ্য প্রযুক্তি), বি, টেক (নার্সিং প্রযুক্তি) প্রভৃতি ডিগ্রী প্রদান করবে। এ ধরনের ডিগ্রী জুনিয়র পেশাদার কারিগরদেরকে অন্ততঃপক্ষে বি, এস, সি (পাশ) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সমানুপাতিক সামাজিক মর্যাদা প্রদান করবে; কিন্তু তারা সাধারণ বিজ্ঞান স্নাতকদের চেয়ে বেশী বেতন ও সুযোগ সুবিধা পাবেন। এ ধরনের ব্যবস্থা ২ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা/বি, টেক (কৃষি) সার্টিফিকেটধারীদের জন্য উচ্চতর শিক্ষার দ্বারাও উন্মুক্ত রাখবে। উল্লেখ্য যে, নূর খান শিক্ষা কমিশন কারিগরি শিক্ষার সকল শাখায় বি, টেক (স্নাতক প্রযুক্তি) প্রচলনের সুপারিশ করেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) পরবর্তী ২ বছর মেয়াদী স্নাতক (বনবিদ্যা) এবং ৪ বছর মেয়াদী বনবিদ্যা স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রী প্রদান করছে। দুই বছর মেয়াদী স্নাতকেরা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত বনবিভাগে নতুন বেতন কাঠামো ১০০০-২২৮০/- এ ফরেস্ট রেঞ্জার ও ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রীধারীরা সহকারী বন সংরক্ষক ও গবেষণা কর্মকর্তা, নতুন বেতন কাঠামো ১৬৫০-৩০২০/-এ নিয়োগ পাচ্ছেন।

সম্প্রতি কারিগরি শিক্ষা বোর্ড উচ্চ মাধ্যমিক পরবর্তী বনবিদ্যা ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তন করেছেন। সরকার এই নতুন ডিপ্লোমাধারীদেরকে মাধ্যমিক পরবর্তী ৩ বছর মেয়াদী প্রকৌশল ডিপ্লোমাধারীদের সমান বেতন ও পদমর্যাদা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

৫ বছরের চাকুরী সমাপনের পর মেধাবী কৃষি ডিপ্লোমা/বি, টেক (কৃষি প্রযুক্তি) কারিগরদেরকে একটি বিশেষ কৃষি মহাবিদ্যালয়ে ৩ বছর মেয়াদী সংক্ষিপ্ত বি, এস, সি (কৃষি সম্মান) কোর্সে অধ্যয়নের জন্য প্রেষনে প্রেরণ করে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার উৎকর্ষ সাধন ও একই সাথে পেশাগত মানোন্নয়নের সাথে সাথে উচ্চতর পদে পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে।

বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের তত্ত্বাবধানে যে মাধ্যমিক পরবর্তী ২ বছর মেয়াদী ইনসার্ভিস কৃষি সার্টিফিকেট কোর্স চালু আছে, তা ৩ বছর মেয়াদী প্রকৌশল ডিপ্লোমা কোর্সের সমান বলে বিবেচিত হয় না। চাকুরীজীবীদের বেতনক্রম ও পদমর্যাদারও পার্থক্য রয়েছে। এ অবস্থার অবসানের জন্য সমমর্যাদা সম্পন্ন কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স চালু হওয়া দরকার। বর্তমান প্রচলিত অবস্থায় যারা কৃষি সার্টিফিকেট কোর্স করেছেন, তারা কোন কৃষি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে ৪ বছর চাকুরী করার পর ১ বছর মেয়াদী সংক্ষিপ্ত কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ পাবেন।

উচ্চ মাধ্যমিক (কৃষি বিজ্ঞান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর যারা কোন কৃষি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে ৫ বছরব্যাপী চাকুরী করেছেন তারা পর্যায়ক্রমে ১ বছর মেয়াদী সংক্ষিপ্ত কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ পাবেন।

উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) উত্তীর্ণ হওয়ার পর যাদের চাকুরীর সময়কাল কমপক্ষে ৬ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের জন্য সংক্ষিপ্ত ডিপ্লোমা কোর্সের সময়সীমা হবে ২ বছর।

এস, এস, সি, আই, এ/এইচ, এস, সি (কলা/বাণিজ্য/ইসলামী শিক্ষা প্রভৃতি) সার্টিফিকেটধারীগণ কম পক্ষে ৭ বছর চাকুরী করার পর ২ বছর মেয়াদী সংক্ষিপ্ত কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ পাবেন। ডিপ্লোমা অর্জনের পর তারা প্রকৌশল ডিপ্লোমাধারীদের ন্যায় জাতীয় বেতনক্রম
১০০০-৭০-১৬৫০-ইবি-৯০-২২৮০/= ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ও পদমর্যাদা পাবেন।

উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য নির্বাচন হবে মেধা/প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে। এই কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স নিয়ন্ত্রণ করবেন প্রস্তাবিত কৃষি কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বা বর্তমানে বিদ্যমান কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। বর্তমানে বিদ্যমান কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের মধ্য থেকে ৩-৪টিকে শুধুমাত্র প্রস্তাবিত সংক্ষিপ্ত কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনার জন্য সংরক্ষিত রাখা যেতে পারে। এই সংক্ষিপ্ত ডিপ্লোমা কোর্সে উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) পর্যায়ের কোন মৌল বিজ্ঞান পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেবলমাত্র কৃষি বিষয়ক বিষয়সমূহ যথা— কৃষিতত্ত্ব, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, উদ্যানতত্ত্ব, শস্য সংরক্ষণ, কৃষি সম্প্রসারণ ও গ্রামীণ সমাজতত্ত্ব, পশুপালন; পশুস্বাস্থ্য, মৎস্য বিজ্ঞান প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হলেই চলবে। প্রস্তাবিত এই কৃষি ডিপ্লোমা উত্তীর্ণদের মধ্যে যারা দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক (কৃষি বিজ্ঞান/বিজ্ঞান) বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন কেবলমাত্র তাদের মধ্যে থেকে সীমিতসংখ্যক প্রার্থীকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে প্রকৌশল ডিপ্লোমাধারীদের ন্যায় ৩ বছর মেয়াদী সংক্ষিপ্ত কৃষি স্নাতক কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ দেয়া যাবে।

সকল পর্যায়ের ডিপ্লোমা শিক্ষায় উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান পরবর্তী ২ বছর মেয়াদী কোর্স প্রবর্তন করে ডিপ্লোমাধারীদের সামাজিক মর্যাদা ও উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ প্রদান ও বি, টেক ডিগ্রী কোর্সসমূহ চালু করা হলে তা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

দেশীয় পণ্য কিনুন
দেশের শিল্প বিকাশে
— সহায়তা করুন —